

প্রেস রিলিজ
তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৬

বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অদম্য প্রত্যয়ে বাউবি এইচএসসি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতাকে জয় করে শিক্ষার মূলধারায় এগিয়ে চলেছেন বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬-এর বাংলা প্রথম পত্র (বিষয় কোড: ১৮৫১) পরীক্ষায় ৩১ জন এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্র (বিষয় কোড: ২৮৫১) পরীক্ষায় ২৪ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আজ (২৯ আগস্ট ২০২৬) শনিবার তাদের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

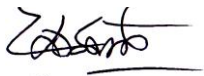
সোহরাওয়ার্দী কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের আওতায় ৩১ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বাংলা প্রথম পত্র (১৮৫১) অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত ছিলেন। হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ স্টাডি সেন্টারের ২৪ জন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারার শিক্ষায় সম্পৃক্ত করার এ উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁর দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এর মাধ্যমে এসব শিক্ষার্থীও নিজেদের মেধা, যোগ্যতা ও সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ওপেন স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড শিরিন সুলতানা এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬ এর গতকাল (২৯ আগস্ট) অনুষ্ঠিত সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনিও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এসব বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে যথাসম্ভব সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, এই ২৪ জন বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ঢাকার বিজয়নগর সরকারি বধির হাই স্কুল এবং মিরপুর বধির স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এইচএসসি পর্যায়ে অধ্যয়নরত রয়েছেন।

নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাকপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের এই অদম্য অগ্রযাত্রা প্রমাণ করে—সুযোগ, সহায়তা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে কোনো প্রতিবন্ধকতাই স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাদের শিক্ষার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ও এগিয়ে চলার সাহস সমাজের জন্য এক অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।



মোঃ খালেদুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)